যায়যায়দিন

03 MAY 2008

এইচএসসিতে উপবৃত্তি পাওয়া ৬০ পারসেন্ট ছাত্রী ড্রপ আউট

আশরাফুল হক রাজীব

উপবৃত্তি পাওয়া ৬০ পারসেন্ট ছাত্রী এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি। এতে ছাত্রীদের বিনা বেতনে এইচএসসি পর্যন্ত পড়ানো এবং নগদ টাকা দিয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করার সরকারি উদ্দেশ্যই হুমকির মুখে পড়েছে। ড্রপ আউটের এ বিপুল সংখ্যা সরকারের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাড়িয়েছে।

ড্রপ আউটের কারণ সম্পর্কে সম্প্রতি শিক্ষা সচিব মোঃ মোমতাজুল ইসলাম বলেন, এর একটি বড় কারণ হলো– অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাওয়া, যা রোধ করতে না পারলে উপবৃত্তি চালুর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। অথচ বাল্য বিয়ে রোধ করে মেয়েদের স্কুলে আনা, ধরে রাখা এবং সফলভাবে শিক্ষাজীবন শেষ করার জন্য সরকার উপবৃত্তি চালু করেছে। স্কুল পর্যায়ে উপবৃত্তি চালু হয়েছে ১৯৯৪ সালে। গত সরকার উপবৃত্তির আওতা এইচএসসি পর্যন্ত বাড়িয়েছে।

প্রকল্পের এক কর্মকর্তা বলেন, তিন বছরে ৫ হাজার ৫০০ কলেজ এবং মাদ্রাসার ৮ লাখ ৩২ হাজার ছাত্রীকে ১৮৪ কোটি টাকা উপবৃত্তি দেয়া হয়। পুরোপুরি সরকারের অর্থায়নে ২০০৬ থেকে শুরু হওয়া হায়ার সেকেন্ডারি ফিমেল স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট (ফেজ থ্রি) নামে এ উপবৃত্তি প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী মাসে।

তিনি আরো বলেন, ৮ লাখ ৩২ হাজার ছাত্রী উপবৃত্তি পেলেও তিন বছরে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে মাত্র ৩ লাখ ৪৪ হাজার ছাত্রী। এর মধ্যে ২০০৬ সালে ৮৯ হাজার এবং ২০০৭ সালে ১ লাখ ১৬ হাজার উপবৃত্তির সুবিধাভোগী ছাত্রী এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। চলতি বছরের এইচএসসির জন্য ১ লাখ ৩৯ হাজার ছাত্রী রেজিস্ট্রেশন করেছে। দুই বছরের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বর্ষে এসব ছাত্রী কোনো টিউশন ফি দেয়নি। উপরন্তু যেসব শিক্ষক এসব ছাত্রীর ক্লাস নিয়েছেন সেসব শিক্ষককে সরকার সাবসিডি দিয়েছে নির্দিষ্ট হারে।

হায়ার সেকেন্ডারি ফিমেল স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট (ফেজ থ্রি) প্রকল্পের পরিচালক মোঃ তাজুল ইসলাম গতকাল যায়যায়দিনকে বলেন, উপবৃত্তির ড্রপ আউটের হার এতো বেশি নয়। তবে কতো তা হিসাব করে বলতে হবে।

জানা গেছে, যারা ড্রপ আউট হয়েছে তাদের বেশির ভাগই দরিদ্র পরিবার থেকে এসেছে। তারা উপবৃত্তি পাওয়ার জন্য অনেক সময় সরকার নির্ধারিত শর্তও পূরণ করতে পারে না। অন্যদিকে প্রয়োজন না থাকলেও সব শর্ত পূরণ করে অপেক্ষাকৃত সচ্ছল পরিবারের মেয়েরাই উপবৃত্তির টাকা পেয়েছে।

প্রকল্পের শর্ত অনুযায়ী উপবৃত্তি পেতে হলে ছাত্রীদের এসএসসি অথবা সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-২.৫, ক্লাসে ৭৫ ভাগ উপস্থিতি এবং চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ না নেয়া পর্যন্ত অবিবাহিত থাকতে হবে। একাদশ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীতে প্রমোশনের সময় এমনকি এইচএসসির পরীক্ষার নির্বাচনী পরীক্ষায়ও জিপিএ-২.৫ পেতে হয়।

প্রকল্পের এক কর্মকর্তা বলেন, উপবৃত্তির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো বাল্য বিয়ে রোধ করা। পৃঃ কঃ

এইচএসসিতে উপবৃত্তি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কিন্তু বাল্য বিয়ের জন্যই সবচেয়ে বেশি ছাত্রী এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারছে না। এ প্রকল্পের অরেকটি উদ্দেশ্য ছিল, মেয়েরা যেন বিজ্ঞান বিভাগে লেখাপড়া করে। সে উদ্দেশ্যও পূরণ হচ্ছে না। এ কর্মকর্তা উপবৃত্তিকে সফল করতে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার এবং কলেজের গভর্নিং বডি, উপজেলা ও জেলা শিক্ষা অফিসারের নিয়মিত তদারকির ওপর জোর দেন।